ঈশ্বরের পরিকল্পনার পূর্ণতা

(Fulfillment of God's Plan)

আদিপুস্তক ৩৫ অধ্যায় ৯-২৯ পদ

আদিপুস্তক ৩৪ অধ্যায়ে আমরা শিখিম নগরের দেশাধিপতি হমোরের পুত্র শিখিমের দ্বারা যাকোবের কন্যা দীণাকে ভ্রষ্ট হতে দেখেছি। আবার, নিজেদের বোনকে এইভাবে অছিন্নত্বক শিখিমের দ্বারা ভ্রষ্ট হতে দেখে, যাকোবের পুত্ররা তাদের পিতার অনুকরণে প্রতারণার দ্বারা শিখিমবাসীদের উপর হত্যালীলা চালিয়েছে। যাকোবের সন্তানদের দ্বারা এমন অবিবেচকের কাজ সাধিত হতে দেখে যাকোব যে আশঙ্কা করেছিল, তা হল, ***"আমার লোক অল্প, তারা আমার বিরুদ্ধে একত্র হয়ে আমাকে আঘাত করবে, আর আমি সপরিবারে বিনষ্ট হব"*** (৩৪:৩০)। মানুষের চিন্তায় যাকোবের এই আশঙ্কা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ছিল। সেখানে বসবাসকারী কনানীয় ও পরিষীয়রা যদি প্রতিশোধ নিতে যাকোব ও তার সন্তানদের আক্রমণ করত, তাহলে যাকোবের সমগ্র পরিবারই বিনষ্ট হতে পারত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, তাদের সেই অন্যায়ের সমুচিত জবাব দিতে তারা কোনও চেষ্টা করেনি। এখন, তারা কেন সেই চেষ্টা করেনি, সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা ৩৫:৫ পদে পাই: ***"তখন চারদিকের সমস্ত নগরে ঈশ্বর থেকে ত্রাস উপস্থিত হল, তাই সেখানকার লোকেরা যাকোবের পুত্রদের পিছু ধাওয়া করল না।"*** এর আগেও আমরা লাবণের হাত থেকে যাকোবকে রক্ষা করতে ঈশ্বরকে একই কাজ করতে দেখেছিলাম (৩১:২৪)।

প্রতিজ্ঞাত দেশে যাকোবের ফিরে আসা ও দাদা এষৌর সঙ্গে সুসম্পর্কের অধিকারী হবার পর প্রায় ১০-১৫ বৎসর পেরিয়ে গেছিল। কিন্তু যাকোব তার মানত (২৮:২০-২২) পূর্ণ করা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, যাকোবের জীবনেও তা-ই ঘটেছিল। উপরে উল্লেখিত দুটি প্রতিকূল ঘটনা ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার জন্য যাকোবকে নিশ্চয়ই ভাবিয়েছিল। তথাপি যা যাকোবের জীবনের গতিপথকে বাস্তবে পরিবর্তিত করেছিল, তা ঘটনার প্রতিকূলতা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অগ্রিম উদ্যোগ। তাই, ৩৫ অধ্যায় শুরু হয়েছে, এমন কথা দিয়ে, ***"পরে ঈশ্বর যাকোবকে বললেন, তুমি উঠ, বেথেলে গিয়ে সেই স্থানে বাস কর, . . . সেই স্থানে যজ্ঞবেদি নির্মাণ কর"*** (৩৫:১)। যাকোব ব্যবসায়িক লাভের কথা চিন্তা করে বেথেলের পরিবর্তে শিখিমে বসবাস করছিল, এবং যাকোব আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দানে ব্যর্থ হওয়ায় তার ছেলেরা অন্যায় ও অবিচার চালিয়েছিল। কিন্তু এমন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নৈরাজ্যের মধ্যেও ঈশ্বরই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কে ফিরিয়ে আনতে যাকোবকে আহ্বান করলেন।

আমাদের আত্মিক জন্মে যেমন নতুনজন্ম দেবার দ্বারা ঈশ্বরই প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন, আত্মিক নবায়নের ক্ষেত্রেও ঈশ্বরই সর্বদা প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন। তিনি যদি আমাদের হৃদয়কে আমাদের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করেন, তাহলে, ঈশ্বরের প্রতি আমরা কোনও আকর্ষণই উপলব্ধি করতে পারি না, জগতের বিভিন্ন মিথ্যা লক্ষ্য ও প্রতিমার প্রতিই আমরা আকর্ষিত হই। কিন্তু যাদের তিনি মনোনীত করেছেন, যাদের সঙ্গে তিনি চুক্তি সম্পন্ন করেছেন, তাদেরকে ঈশ্বর কখনও ছেড়ে দেন না। এর থেকে পরিষ্কার, আমাদের প্রতি তিনি কত ধৈর্যশীল। ঈশ্বর যখন এইভাবে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনতে যাকোবকে পুনরায় আহ্বান করলেন (৩৫:১), তখন যাকোব কীভাবে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল, তা আজ আমরা দেখব।

ক। <u>বিশুদ্ধতার প্রতি আহ্বান</u>: ঈশ্বরের কাছ থেকে আত্মিক নবায়নের আহ্বান পেয়ে, যাকোব তার পরিবারের অন্যান্যদের প্রতি সেই আহ্বানকে প্রসারিত করেছিল। ২-৩ পদে যাকোব তাদের বলেছে, ***"তোমাদের কাছে যে সকল বিজাতীয় দেবতা আছে, তাদের দূর কর এবং শুচি হও, ও অন্য বস্ত্র পর। আর এস, আমরা উঠে বেথেলে যাই, যে ঈশ্বর আমার সঙ্কটের দিনে আমাকে প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন, এবং আমার গমনপথে সহবর্তী ছিলেন, তাঁর উদ্দেশে আমি সেই স্থানে এক যজ্ঞবেদি নির্মাণ করব।"*** বিশুদ্ধতার প্রতি একই ধরণের আহ্বান আমরা গীত ২৪:৩-৬ পদে পাই, ***"কে সদাপ্রভুর পর্বতে উঠবে?***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কে তাঁর পবিত্র স্থানে দণ্ডায়মান হবে? যার অঞ্জলি নির্দোষ ও অন্তঃকরণ বিমল, যে অলীকতার দিকে প্রাণ উত্তোলন করে নাই, ছলভাবে শপথ করে নাই। সেই সদাপ্রভু থেকে আশীর্বাদ পাবে, নিজের ত্রাণেশ্বর থেকে ধার্মিকতা পবে। এই তাঁর অন্বেষণকারীদের বংশ; ইহারা তোমার মুখের অন্বেষী, হে যাকোবের ঈশ্বর।'' এই দুই শাস্ত্রাংশের মধ্যে যোগাযোগ খুব স্পষ্ট। কেবল সদাপ্রভুকে *'যাকোবের ঈশ্বর'* বলা নয়, কিন্তু যে *'ছলভাবের'* কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যেও আমরা যাকোবকেই দেখতে পাই (২৭:৩৫; ২৯:২৫; ৩৪:১৩)। আবার, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের *'পবিত্র স্থানে দণ্ডায়মান'* হবার যোগ্য, যেমন বেথেলে যাকোব হয়েছিল (২৮:১১); সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের *'মুখের অন্বেষী'* যেমন পনূয়েলে যাকোব ঈশ্বরকে সম্মুখাসম্মুখি হয়ে দেখেছিল (৩২:৩০)। সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের *'আশীর্বাদ পাবে'* বলা হয়েছে, যা যাকোব সবসময় পেতে চেয়েছে।

তাই, যে ব্যক্তিকে ঈশ্বর গ্রহণ করেন, সে কয়েকটি দিক থেকে যাকোবের ন্যায়; আরও স্পষ্টভাবে, সে সেই ইস্রায়েলের ন্যায়, যে আসলে যাকোব, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, ধার্মিকতা লাভ করে চলেছে। আর এই 'ধার্মিকতা' তার নিজের নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল। এখন, আমরা যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহে ধার্মিকগণিত হই, তখন তিনি আমাদের জীবন থেকে সেই সমস্ত বিষয়কে দূর করতে আদেশ করেন, যারা আমাদের কলুষিত করে কিংবা নষ্ট করে।

আমাদের জীবনের শুচিকরণ পদ্ধতি শুরু হয় আমাদের পূর্ব জীবনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন 'প্রতিমার' কবর দিয়ে। রাহেল যেমন তার পিতার বাড়ী থেকে পৈত্রিক প্রতিমা সকল নিয়ে এসেছিল (৩১:১৯), আমাদের প্রত্যেকের জীবনেও ঠিক একই প্রকারের মাটি, পাথর অথবা কাঠের নয়, কিন্তু পূর্বজীবনের বিভিন্ন প্রতিমা বর্তমান। এখন নির্মল হৃদয়ের অধিকারী হতে হলে, আমাদেরকে প্রকৃত জীবিত ঈশ্বরের আরাধনাকারী হতে হবে। তাই, পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েল তথা নতুন নিয়মে মণ্ডলীতে দেওয়া দশ আজ্ঞার প্রথমেই প্রতিমা পূজা করতে নিষেধ করা হয়েছে। যাকোবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাকোবের পরিবারের লোকেরা তাদের পূর্বজীবনের দেব-দেবীদের দূর করেছে। ৪ পদে বলা হয়েছে, *''তারা নিজেদের হস্তগত বিজাতীয় দেবতা ও কর্ণকুণ্ডল সকল যাকোবকে দিল, এবং যাকোব সে সকল শিখিমের কাছে এলা গাছের নিচে পুঁতে রাখল।''* ঈশ্বরের অনুগ্রহ যখন আমাদেরকে পাপের উপর জয় দেয়, কেবল তখনই আমরা পূর্বজীবনের দেব-দেবীদের দূর করার সাহস লাভ করি এবং কেবল ঈশ্বরের সেবা করার স্বাধীনতা লাভ করি। একে ইফিষীয় ৪:২৩-২৪ পদে পৌল এইভাবে বর্ণনা করেছে, *''নিজের নিজের মনের ভাবে ক্রমশ নতুনীকৃত হও, এবং সেই মনুষ্যকে পরিধান কর, যা সত্যের ধার্মিকতায় ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছে।''* যাকোব ও তার পরিবার বাস্তবে *'অন্য বস্ত্র পরিধানের''* দ্বারা (৩৫:২) এই সত্যের প্রতীকী উপস্থাপন করেছে।

খ। যাকোবের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ: পাপী আমাদের একটি সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য হল, পাপ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেও আমরা পুনরায় সেই সমস্ত পাপের প্রতি ফিরি। আমাদের হৃদয় এতখানি পাপে পূর্ণ যে, আমাদের জীবনের প্রতিমা সকল মাটিতে পুঁতলেও, সেগুলিকে আমরা কোথায় পুঁতেছি, তা ভুলে যাই না; আর তাই, তাদের কবরে ফুল দিতে আমরা বারে বারে তাদের কাছে ফিরে যাই। তথাপি, আমাদের মতো লোকদের জন্য তাঁর প্রচুর অনুগ্রহ বর্তমান। আমরা তাঁর অবহেলা করতে পারি, তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি, তথাপি আমাদের ঈশ্বর তাঁর চুক্তির প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত, তিনিই আমাদের তাঁর কাছে ফিরে আসতে আহ্বান করে থাকেন। দীর্ঘকাল ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততার ফলস্বরূপ ৫৮৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে জেরুশালেম মন্দির বাবিলনীয়দের দ্বারা ধ্বংস হতে ঈশ্বর অনুমতি দেন। তথাপি, তার মধ্যে বিলাপ পুস্তকের লেখক এমন কথা লিখেছেন, *''সদাপ্রভুর বিবিধ দয়ার গুণে আমরা নষ্ট হই নাই, কারণ তাঁর বিবিধ করুণা শেষ হয় নাই। নতুন নুতন করুণা প্রতি প্রভাতে! তোমার বিশ্বস্ততা মহৎ।''*

এখানে যাকোবও তার পরিবারের সকলের কাছে সেই একই সাক্ষ্য দিয়েছে: ঈশ্বরের মহা ভালোবাসার কারণে আমরা বিনষ্ট হইনি, তাঁর বিশ্বস্ততা অতি মহৎ! তাই, এস, আমরা বেথেলে যাই, তাঁর উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি তৈরী করি। তিনি আমার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন, আমার গমনপথে তিনি আমার সহবর্তী ছিলেন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

(৩৫:৩)। যাকোব যখন তার দাদা এষৌর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পালিয়ে যাচ্ছিল, যখন সে প্রায় সবকিছু হারিয়ে ছিল, তখন বেথেলে ঈশ্বরই তাকে প্রথমে দেখা দিয়েছিলেন। ঈশ্বর তার প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা মেনে সর্বদা তিনি যাকোবের সঙ্গে ছিলেন; যদিও যাকোব বারে বারে পাপের সঙ্গে আপোষ করেছে, পূর্ণ বাধ্যতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে। ঈশ্বর যাকোবের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন এবং তাকে আবার বেথেলে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু সে একা নয়, তার সঙ্গে এসেছে তার ১২ পুত্র ও অনেক সম্পত্তি।

যাকোব যখন বেথেলে ঈশ্বর আরাধনা করছিল, তখন আরও একবার ঈশ্বর তাকে দেখা দেন এবং তার সঙ্গে চুক্তির নবীকরণ করেন (৩৫:৯-১৩)। পনূয়েলে ঈশ্বর তার নামের যে পরিবর্তন করেছিলেন, তা তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন (১০ পদ)। এর দ্বারা তিনি যেন যাকোবকে এমন কথা বলেলেন, *"অন্য লোকেরা তোমাকে যাকোব বলে ডাকতে পারে, কিন্তু তুমি আমার কাছে 'ইস্রায়েল'।"* পিতা ইস্হাক যাকোবকে যে আশীর্বাদ করেছিল (২৮:৩) ঈশ্বরও এখানে যাকোবের প্রতি সেই একই আশীর্বাদ উচ্চারণ করেছেন, ***"তুমি প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও; তোমার থেকে এক জাতি, এমন কি জাতিসমাজ উৎপন্ন হবে"*** (১১খ পদ)। কিন্তু এখন সেই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে একটি নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে, ***"তোমার কটি থেকে রাজারা উৎপন্ন হবে"*** (১১গ)। অন্যদিকে, যাকোব যদিও অনেক কষ্ট করে শিখিমে এক খণ্ড জমি কিনেছিল (৩১:১৯), ঈশ্বর কিন্তু তাঁর অনুগ্রহে যাকোব ও তার সন্তানদের প্রতি সমগ্র কনান দেশ দিতে অঙ্গীকার করলেন: ***"আর আমি অব্রাহাম ও ইস্হাককে যে দেশ দান করেছি, সেই দেশ তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশকে দেব"*** (১২)।

গ। অনুতাপের পরবর্তী জীবন: যাকোব তার পাপের জন্য অনুতাপ করেছে, বেথেলে ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসেছে। ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্যতায় জীবন যাপন করতে সে ফিরে এসেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে জীবনের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট-যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, পূর্ণ বাধ্যতাও কখনও আরাম ও সমস্যাহীন জীবনের গ্যারান্টি নয়। ৮ পদে বলা হয়েছে, যাকোব যখন বেথেলের সেই পবিত্র ভূমিতে এসেছিল, সেখানে সে তার মায়ের বিশ্বস্তা ধাত্রী দবোরাকে কবর দিয়েছিল (৩৫:৮)। আবার, সেই বেথেল থেকে প্রস্থান করার সময় যাকোব তার ভালোবাসার স্ত্রী রাহেলকে কবর দিয়েছিল (৩৫:১৬-১৯)। যাকোবের বেথেল যাত্রার শুরু ও শেষ দুইজনের মৃত্যুর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সাধিত হয়েছে। ২য় পুত্রকে জন্ম দেবার সময় রাহেলের মৃত্যু হয়। আমরা যাকোবের প্রতি রাহেলের ক্ষোভের কথা স্মরণ করতে পারি, ***"আমাকে সন্তান দাও, নতুবা আমি মরব"*** (৩০:১)। রাহেল যদিও তার ২য় পুত্রের নাম রেখেছিল ***'বিনোনী'*** (আমার কষ্টের পুত্র), কিন্তু যাকোব তার নাম পরিবর্তিত করে রাখে, ***'বিন্যামীন'*** (দক্ষিণ হস্তের পুত্র)।

কিন্তু যাকোবের জীবন থেকে সমস্যা পিছু হটেনি। যাকোবের বড়ো ছেলে, রূবেণ তার পিতার উপপত্নী বিল্হার সঙ্গে শয়ন করে (৩৫:২২)। প্রবল অনুরাগের ফলস্বরূপ যে সে এমন কাজ করেছিল, তা মনে হয় না; পরিবর্তে, পরিবারে পিতার ভূমিকাকে খর্ব করে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিতে সে এমন কাজ করেছিল। একই কাজ করতে আমরা দাউদের ছেলে অবশালোমকে দেখতে পাই (২শমূয়েল ১৬:২১:২২)। বাইবেলে এই সমস্ত ঘটনার উল্লেখ সেই সত্যকে স্পষ্ট করে যে, তাঁর সন্তানদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা তাঁর সন্তানদের কাজের মাধ্যমে নয়, কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণের ফলেই সাধিত হবে।

পরিশেষে যাকোব তার পিতা ইস্হাকের কাছে এসেছিল, এবং হিব্রোণের কাছে মম্রি নামক স্থানে পিতার জীবনের শেষ দিনগুলি পিতার সঙ্গে একসঙ্গে কাটিয়েছিল (৩৫:২৭)। ইস্হাকের মৃত্যু হলে, এষৌ ও যাকোব দুজনে তাদের পিতার কবর দেয়। তাদের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের বাহ্যিক প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। লক্ষ্য করার বিষয় হল, এষৌ যখন আর যাকোবের কাছে বিপদ বা ভয়ের কারণ নয়, তখন তার কথা বাইবেলে লেখা হয়েছে, এমনকী তার বংশাবলির কথাও আদি ৩৬ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর থেকে আমরা যে সত্য উপলব্ধি করি, তা হল, এষৌ ও তার বংশধররা যদিও প্রতিজ্ঞার রেখা থেকে বাইরে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা ঈশ্বরের করুণার নাগাল থেকে বাইরে। এখন, অব্রাহামের দ্বারা যদি সমস্ত

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

জাতিকে আশীর্বাদ পেতে হয় (১২:৩), তাহলে, তা কি কখনও অব্রাহামের বর্ধিত পরিবার, তথা এষৌ ও তার সন্তানদের বাদ দিতে পারে? পরবর্তীকালে ইস্রায়েলকে পরিষ্কার ভাবে আদেশ করা হয়, তারা যেন এষৌর বংশধর, তথা ইদোমীয়দের ঘৃণা না করে (২বিবরণ ২৩:৭)। বিশ্বাসী গোষ্ঠীর প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা যদিও প্রচুর, তথাপি ঈশ্বরের আগ্রহ কেবল তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অবিশ্বাসীরাও যে তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ পায় এবং তাঁর পরিবারের অংশ হয়, সে বিষয়েও তিনি আগ্রহী।

ঘ। ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব: ইস্হাকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কুলপতিদের যুগ শেষ হয়েছে এবং ইস্রায়েলের ইতিহাস শুরু হয়েছে। বেথেলে যাকোবের কাছে ঈশ্বরের আবির্ভাব হল কুলপতিদের কাছে ঈশ্বরের শেষ প্রকাশ। এরপর ঈশ্বর মানুষের কাছে এইভাবে নিজেকে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবেন। অনেক বৎসর পর তিনি জ্বলন্ত ঝোপে মোশির কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন (যাত্রা ৩)। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি কোনও কাজ করছেন না। না, তা নয়। পরিবর্তে, আমরা তাঁর প্রজাদের সুরক্ষার্থে তাঁকে যোষেফের জীবনে কাজ করতে দেখতে পাব। বিভিন্ন স্বপ্ন ও তাদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা তাঁর প্রজাদের জীবনে তাঁর উপস্থিতিকে দেখতে পাব। কিন্তু সরাসরি বা মুখোমুখি হয়ে তিনি আর তাদের দেখা দেবেন না, এখন থেকে তিনি যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেছেন, তাদের প্রতি আস্থা রেখে তাঁর সন্তানদের চলতে হবে।

যাকেবের জীবন-কাহিনীর শেষ প্রান্তে এসে আমরা তার বংশধরদের কেমন ভবিষ্যৎ আশা করতে পারি? ইতিমধ্যে আমরা যাকোবের সন্তানদের কিছু কিছু আচরণের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। (১) শিমিয়ন ও লেবি অন্যায়ভাবে শিখিমের লোকদের হত্যা করেছে; (২) রূবেণ তার পিতার উপপত্নীর সঙ্গে শয়ন করেছে। আবার আগামী দিনে, (৩) তারা তাদের ভাই যোষেফকে বিক্রি করতে চলেছে; (৪) যিহূদা তার পুত্রবধুর সঙ্গে শয়ন করতে চলেছে। তাদের এই সমস্ত আচরণ তাদের যে পরিচয় দেয়, তা হল, তারা যাকোবের সত্য সন্তান। কিন্তু আমাদের ঈশ্বর আমাদের যোগ্যতা অনুসারে নয়, কিন্তু তিনি তাঁর আপন সার্বভৌম ক্ষমতায় যাকোব ও তার সন্তানদের মতো লোকদের ব্যবহার করে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে সক্ষম এবং শেষপর্যন্ত তাঁর মণ্ডলী স্থাপন করতে সক্ষম। যোষেফ যেমন তার দাদাদের বলেছিল, ***"তোমরা আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করেছিলে বটে, কিন্তু ঈশ্বর তা মঙ্গলের কল্পনা করলেন"*** (আদি ৫০:২০)। দুষ্টদের জীবনের উপরও ঈশ্বরের সার্বভৌম পরিকল্পনা কাজ করে থাকে।

ঈশ্বরের পরিকল্পনার পূর্ণতা উপযুক্ত, ইচ্ছাপূর্ণ, পবিত্র ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু তিনি তাঁর পরিকল্পনা আমাদের ন্যায় সবথেকে বিকৃত মানুষদের মাধ্যমে সাধন করতে সক্ষম। পাপীরাও তাঁকে তাঁর কাজে বাধা দিতে পারে না। আর এই সত্য সবথেকে পরিষ্কারভাবে ক্রুশের উপর প্রদর্শিত হয়েছে। সেখানে যদিও শয়তান তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেছে, সেখানে যদিও ঈশ্বরের প্রজারা তাঁর বিরুদ্ধে পরজাতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, কিন্তু তার দ্বারা তারা যা করতে পেরেছে, তা হল, ঈশ্বর যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তাই-ই পূর্ণ করেছে (প্রেরিত ২:২৩; ৩:১৭-১৮)। হ্যাঁ, আমাদের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের পরিকল্পনাই তারা পূর্ণ করেছে। আমাদের পরিবর্তে খ্রীস্টের নিখুঁত জীবন পিতা ঈশ্বরের কাছে গ্রাহ্য বলি হিসাবে উৎসর্গীকৃত হয়েছে, যার দ্বারা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়েছে। তাঁর সন্তান আমরা তার দ্বারা প্রত্যেকে পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছি।

আপনি ও আমি যখন সমস্যা পীড়িত হই, তখন যেন যাকোবের মতো বেথেলে ফিরে যেতে ভুলে না যাই। আমাদের শত পাপ ও অপরাধ সত্ত্বেও, আমরা যেন তাঁর ক্রুশের কাছে আসি, যেখানে তিনি চিরকালের জন্য একবার আমাদের সমস্ত পাপ নিজের উপরে তুলে নিয়েছেন ও তাকে পেরেকবিদ্ধ করেছেন। আর তাঁর দিকে যখন তাকাই, তখন আমরা আমাদের পরিত্রাণের সেই মহত্ব উপলব্ধি করি, যে একদিন আমরা খ্রীস্টের ধার্মিকতার নিখুঁত বস্ত্র পরিধান করব ও চিরকাল ঈশ্বরের উপস্থিতিতে থাকব। আমাদের অযোগ্যতা ও অপরাধ সত্ত্বেও, আমাদের পরিত্রাণ ও তাঁর গৌরবের কারণে, তিনি তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় আমাদের জন্য তাঁর এই পরিকল্পনা পূর্ণ করবেন। তাঁর সন্তানদের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা সত্যিই মহৎ। আর তিনি যে তাঁর পরিকল্পনার প্রতি বিশ্বস্ত, তার কারণ তিনি সার্বভৌম!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com